দেহ এবং মন, দুইয়েরই দরকার খোরাক। দেহ যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আহার্যের প্রাচুর্যে, তখন আবার সেই সব খাদ্য কেউ সামনে এনে ধরলে গা বমি বমি করতে থাকে। মনের বেলাতেও তাই। যে সব খোরাক বার বার পেয়ে পেয়ে মন একেবারে ভরাট হয়ে আছে, আবার যদি সেইগুলোকেই কেউ আমাদের গ্রহণ করতে বলে, তাহ'লে কি মনের ভিতরেও বমনোদ্রেক হয় না? পথে পথে বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপনে বৎসরের পর বৎসর, হপ্তার পর হপ্তা ধ'রে সমানে দেখে আসছি সেই কতকগুলো অতি-পরিচিত বস্তাপচা নাটকের নাম এবং তা দর্শন করবার পর আমাদের মনে যে অবস্থা হয়, পূর্বোক্ত উপমাটি দিয়ে সেই কথাই বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

জানি, নূতনের দিকে চিরদিনই মানুষের প্রাণের টান। কিন্তু বেশ কিছুদিন অন্তর সেই নূতনের ভিড়ের ভিতরেই পুরাতনও হয়ে ওঠে প্রেয়। এইজন্যেই অতি-আধুনিক যুগেও সুপ্রাচীন সেক্সপীয়রেরও অনাদর হয় না। কিন্তু যেখানে নূতনের দেখা নেই, পরে পরে কেবলই পুরাতন আর পুরাতন আর পুরাতন এসে মানুষের অগ্রগামী মনকে ক্রমাগত অতীতের দিকেই পিছিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তাহ'লে ব্যাপারটা কি দেশ ও দশের পক্ষে আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে না? আমাদের নাট্য-জগতের কি বর্তমান নেই,—নেই ভবিষ্যৎও? আমাদের নাট্যকারদের নূতন নাটক রচনা এবং অভিনেতাদের নূতন ভূমিকার অভিনয় করবার ক্ষমতা কি উপে গিয়েছে কর্পূরের মতো? না, কোন রহস্যময় কারণে কর্তৃপক্ষ সে সুযোগ থেকে তাঁদের বঞ্চিত ক'রে রাখতে চান?

কেউ বলে না গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর নাট্যকার। কিন্তু অতি-বড় নাট্যকারের পরিবেশিত রসও যদি অশান্তভাবে কচলে কচলে পানসে ক'রে ফেলা হয়, তাহ'লে লোকের তা ভালো লাগবে কেন? অবশ্য মাঝে মাঝে আনকোরা পালা খোলবার চেষ্টা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পালাকাররা অবলম্বন করেন সেই পুরাতন বিষয়বস্তু। নির্দিষ্ট কয়েকটি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র আছে, তাঁদের দৃষ্টি সেই কয়েকটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাঁদের ক্ষেত্রে চরিত্রচিত্রণ ও ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করবার পদ্ধতিও হয় একেবারে একই রকম। এ যেন বিভিন্ন মার্কা মেরে একই মাল বিক্রি করবার দুশ্চেষ্টা। বিজ্ঞাপনে ভুলে টিকিট কিনে প্রেক্ষাগারে গিয়ে বসলে মনে সন্দেহ হবে না যে, আমরা কোন নূতন নাটকের অভিনয় দেখছি। কি বিড়ম্বনা।

নূতন নাটকের...বিশেষত নূতন ধরনের নূতন নাটকের এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে “বহুরূপী” সম্প্রদায়ের পরিচালকগণ জনসাধারণের সামনে একসঙ্গে তিন-তিনখানি অভিনব নাটক দিয়ে আমাদের বিস্মিত করেছেন। সাধারণ-রঙ্গালয় যা করতে পারছে না, তার আওতার বাইরে থেকেও তাঁরা যে তা করতে পেরেছেন, এজন্যে তাঁদের মুক্তকণ্ঠে দিতে পারি। নূতনত্বের জন্যে চাই যে নূতন দল, পৃথিবীর দেশে বারংবার সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। বাঙ্গালাদেশেও এই পরম সত্যটি আর একবার প্রমাণিত হওয়া দরকার।

“বহুরূপী” সম্প্রদায় যে তিনখানি নূতন নাটক উপহার দিয়েছেন তাদের নাম হচ্ছে, “পথিক” “উলুখাগড়া” ও “ছেঁড়া তার”। প্রথম দু’খানি নাটকের অভিনয় আমি দেখিনি সুতরাং তাদের সম্বন্ধে আমার কোনই বক্তব্য নেই। কিন্তু গত রবিবারে নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে “ছেঁড়া তারে”র অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। পালাটি রচনা করেছেন তুলসী লাহিড়ী একটানা পুরাতন নাটকের উৎখাত বন্ধ করতে পারেন একদল নূতন ও তরুণ অভিনেতা যাঁরা অতীতের ঐতিহ্য অস্বীকার করবেন না, কিন্তু যাঁদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকবে প্রধানত বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে। এই শ্রেণীর নবীনরাই দিতে পারেন নূতন নূতন নাট্যকারকে যথার্থ মর্যাদা এবং এই সত্যটি বার বার প্রমাণিত হয়েছে য়ুরোপ ও আমেরিকার দেশে দেশে। বাংলা দেশের একাধিক তরুণ অভিনেতার দল দেখা দিয়েছেন, যাঁরা পরীক্ষা করছেন নূতন নূতন নাটক নিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি দলের নাম করতে পারি—“বহুরূপী নাট্য সম্প্রদায়”। একসঙ্গে এঁরা উপহার দিয়েছেন তিনখানি নূতন নাটক, বহুকালের মধ্যে কোন স্থায়ী রঙ্গালয়ও যা দিতে পারেনি। এঁদের সুন্দর অভিনয় নিয়ে আলোচনা করেছি যথা সময়েই। এই দলের মধ্যে শিশিরকুমার বা অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতা নেই বটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নট না থাকলেও যে-কোন নাটকের শ্রীতুলসী লাহিড়ী, সাধারণ রঙ্গালয় দর্শকদেরও কাছে যার নাম অপরিচিত নয়। নাটকখানিকে নিখুঁত বলে গ্রহণ করা যায় না। সংলাপের প্রাদেশিকতা তার সার্ব্বজনীনতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। অনাবশ্যক বাহুল্যের জন্যে তার নাটকীয় ক্রিয়ার গতিকেও মন্থর ক’রে এনেছে—যদিও কাঁচির যথা-ব্যবহারে এ ত্রুটি অনায়াসে সংশোধিত হ’তে পারে। নাট্যকার অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সঙ্গে পারিবারিক জীবন-সমস্যার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেননি। তবু তিনি প্রভূত প্রশংসা লাভ করতে পারেন। তিনি কোথাও পূর্ব্ববর্তীদের অনুসরণ করেনি, এঁকেছেন একখানি সম্পূর্ণ নূতন ছবি এবং বহু স্থানেই তাঁর চিত্রাঙ্কনকৌশল হয়েছে চমৎকার। তিনি সাধুকেও দেখিয়েছেন, অসাধুকেও দেখিয়েছেন, কিন্তু চিরাচরিত থিয়েটারি প্রথাকে মর্যাদা দেবার জন্যে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় দেখাবার চেষ্টা না ক’রে আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন।

অভিনয় অতিশয় উল্লেখযোগ্য হ’তে পারে। জার্ম্মানীর মিলিনজেনের ডিউকের (১৮২৬-১৯১৪ পৃঃ) সম্প্রদায়ে একজন মাত্র উচ্চ শ্রেণীর বিখ্যাত নট ছিলেন না, কিন্তু ওখানকার অভিনয়ের ও প্রয়োগনৈপুণ্যের আদর্শ ছিল এতটা উচ্চ যে, বিশ্ববিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটারের পরিচালক, অভিনেতা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ষ্টানিসলভাস্কি পর্যন্ত সেই আদর্শ গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। কেবল রুসিয়ায় নয়, য়ুরোপ আমেরিকার অন্যান্য দেশের আধুনিক রঙ্গালয়ও গ্রহণ করেছে মিলিনজেন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য। তাঁকে বলা হয় পাশ্চাত্য জগতের সর্বপ্রথম নাট্য-বিদ্যালয়।

অভিনেতাদের মধ্যে শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীতুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি সাধারণ রঙ্গালয়ের নাম কিনেছেন, তাঁদের কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাকী যে সব তরুণ নট-নটীকে দেখলুম, তাঁদের নাট্যনৈপুণ্য সত্য সত্যই বিস্ময়কর। বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। সম্প্রদায় দৃশ্যপটকে প্রাধান্য না দিয়ে খুব ভালো কাজ করেছেন। চিত্রকল্পের সাহায্য না নিয়েও অভিনয় যে শ্রেষ্ঠ হ’তে পারে, এইটে দেখাতে পারাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। কিন্তু আলোচ্য নাট্যানুষ্ঠানের মঞ্চ-শিল্পী অল্পের

মধ্যেই যেটুকু কলাকুশলতা প্রকাশ করেছেন তাও প্রশস্তি লাভের যোগ্য। এই নাট্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শিল্পীগণ যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে পেয়েছি ভবিষ্যতের আশার ইঙ্গিত।